উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুবীরেশ

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্যের নাম ঘোষণা করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হচ্ছেন ড. সুবীরেশ ভট্টাচার্য। সোমবার বিকাশ ভবন থেকে ওই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এদিনই নির্দেশিকাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছেছে। জানা গিয়েছে, শীঘ্রই সুবীরেশবাবু কাজে যোগ দেবেন। প্রসঙ্গত, শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সোমনাথ ঘোষের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়েছিল। তারপরই নতুন উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা শুরু হয়। নতুন উপাচার্যের নাম ঘোষণা হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা খুশি। একজন আধিকারিক বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় অভিভাবকহীন হয়ে পড়ায় প্রশাসনিক কাজে সমস্যা হচ্ছিল। সেই সমস্যা এখন আর থাকবে না। সোমনাথবাবুর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার দিনও নতুন উপাচার্যের নাম ঘোষণা না হওয়ায় আমরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।'

জঙ্গি ঘোষণা

প্রথম পাতার পর

পাক ভূখণ্ডে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল আমেরিকা। মার্কিন প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছিল জঙ্গিদের ওইসব ঘাঁটি নির্মূল করতে হবে। এছাড়া জঙ্গিদের আর্থিক মদতও দিতে পারবে না পাকিস্তান। পাকিস্তানের হাফিজকে জঙ্গি ঘোষণা এবং মার্কিন বাজেটের অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাবের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এব্যাপারে হোয়াইট হাউস বলেছে, পাকিস্তানকে অর্থ বরাদ্দ করলে ওই ভূখণ্ডের স্থিতিশীলতা ফিরবে এবং আর্থিক উন্নয়নও বাড়বে। সেইসঙ্গে মার্কিন বিনিয়োগের সুযোগও তৈরি হবে। আমেরিকার মতে, জঙ্গি দমনে সামরিক খাতে বরাদ্দ ৮ কোটি ডলারের অনুদান পাকিস্তানের কাজে লাগবে।

মার্কিন চাপে জেইউডি (জামাত-উদ-দাওয়া), এফআইএফ (ফালাহ্-ই-ইনসানিয়াত ফাউন্ডেশন) ইত্যাদি সংগঠনকে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা চাঁদা দিতে পারবে না- এমন নির্দেশ জারি করেছিল পাকিস্তান। হাফিজ সঈদকে বেশ কিছুদিন গৃহবন্দিও করা হয়েছিল। তাকে ফের গ্রেফতারের জন্য ট্রাম্প সরকার চাপ বাড়ালেও পাকিস্তান জানিয়েছিল, সেদেশের কোনো আদালতে হাফিজের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বকেয়া পড়ে নেই। তাই তাকে আর গ্রেফতার করা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধ্যাদেশে স্বাক্ষর করেছেন পাক প্রেসিডেন্ট। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, এর পিছনে রয়েছে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ)-এর বৈঠক। তিনদিনের ওই বৈঠক আগামী রবিবার শুরু হচ্ছে। ওই বৈঠকে পাকিস্তান 'গ্রে লিস্টেড' হিসেবে চিহ্নিত হলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়বে ওই দেশ। ব্যাহত হবে বিদেশি লগ্নি। বাণিজ্যিক ঋণ পেতেও অসুবিধায় পড়বে ইসলামাবাদ। কয়েক মাস আগেই পাকিস্তানকে ২০০ কোটি ডলার অর্থসাহায্যের প্রস্তাব স্থগিত করে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিরাপত্তা সহায়তা বাবদ ওই টাকা পাকিস্তানকে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ইসলামাবাদের ভূমিকায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট অসন্তুষ্ট হওয়ায় পাকিস্তানকে অর্থসাহায্য আটকে দেয় হোয়াইট হাউস। এই প্রেক্ষিতে আগামী অর্থবর্ষে মার্কিন বাজেট যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর তৈরি করে উত্তরবঙ্গে উন্নয়নের কাজের গতি কি বেড়েছে ?

SMS করুন।
আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন **YES** বা **NO** পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ার পিছনে কি কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশনীতি দায়ী?

হ্যাঁ	না
৩৪%	৬৬%

দিনের কথা

উন্নয়ন কী করে করতে হয় মোদি আমার কাছে শিখুন।
—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
(নদিয়ায় দলীয় জনসভায়)

আবহাওয়া

১৩ ফেব্রুয়ারির তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	২৯.১	২১.৮
শিলিগুড়ি	২৫.৫	১২.২
জলপাইগুড়ি	২৮.৮	১৩.৫
কোচবিহার	২৯.০	১১.২
মালদা	২৬.৮	১৭.২
রায়গঞ্জ	২৭.৭	১৬.৩
আলিপুরদুয়ার	২৮.২	১২.০
গ্যাংটক	১৪.৪	৫.১

বুধবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ।

কোচবিহারে এনবিএসটিসির পুরানো বাস স্ট্যান্ডে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' নিয়ে কর্মশালা। ছবি ঃ জয়দেব দাস

শিবির করে চালকদের বোঝাল নিগম

বাস চালানোর সময় মোবাইল ব্যবহার নয়

এনবিএসটিসি

কোচবিহার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ নির্দেশিকা আগেই জারি করা হয়েছিল। এবারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) চালক ও কনডাক্টরদের রীতিমতো এক শিবিরে শামিল করে বাস চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করার বিষয়ে তাঁদেরকে বোঝানো হল। ট্রাফিক নিয়ম মেনে কীভাবে বাস চালাতে হবে সে বিষয়ে জানান দিতে ১৫ জন চালক ও কনডাক্টরকে নিয়ে মঙ্গলবার কোচবিহারে নিগমের পুরানো ডিপোর হলঘরে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরে উপস্থিত থেকে নিগমের চেয়ারম্যান মিহির গোস্বামী ট্রাফিক নিয়ম সংক্রান্ত নানা বিষয়ে চালক ও কনডাক্টরদের সচেতন ও সতর্ক করেন। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে এক বাস দুর্ঘটনার পিছনে কারণ হিসাবে চালকের মোবাইল ফোন ব্যবহারের অভিযোগ উঠে এসেছিল। বাস চালানোর সময় চালকরা যাতে কোনোভাবেই মোবাইল ফোন ব্যবহার না করেন সেজন্য এনবিএসটিসির তরফ থেকে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়। এবিষয়ে তাঁদেরকে আরও সচেতন করতে রীতিমতো শিবিরে ডেকে নিয়ে বিস্তারিত জানাতে এদিন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। জানা গিয়েছে, বাস চালানোর সময় চালক ও কনডাক্টররা যাতে মোবাইল ফোনে কথা না বলেন, হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া সহ ইনটারনেট ব্যবহার না করেন সে বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। পাশাপাশি, বাস চালানোর সময় যতটা সম্ভব খাবার ও জল না খাওয়া, ম্যাপ বা অন্য কিছুর দিকে না তাকানোর বিষয়েও তাঁদেরকে বোঝানো হয়েছে। সমস্ত ট্রাফিক নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট গতিতে বাস চালানোর বিষয়েও এদিন চালক ও কনডাক্টরদের জানানো হয়।

নিগমের চেয়ারম্যান মিহিরবাবু বলেন, 'জ্বালানি তেল সাশ্রয়ের বিষয়ে অবগত করতে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর বাসচালকদের ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি এক দুর্ঘটনার জেরে বাস চালানোর সময় চালকরা যাতে মোবাইল ফোন ব্যবহার না করেন সে বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি কোনো চালককে কানে মোবাইল ফোন দিয়ে বাস চালাতে দেখা যায় তবে তাঁকে সাসপেন্ড করার পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ট্রাফিক নিয়ম সংক্রান্ত নানা বিষয়ে চালক ও কনডাক্টরদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।'

এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে নিগমের কোচবিহার ডিভিশনের কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিক ও প্রশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

বাগানে তাই-পেয়ারা ফলিয়ে তাক লাগাচ্ছেন অশোক

শমিদীপ দত্ত ● শিলিগুড়ি

১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পেয়ারা তো খেয়েছেন, কিন্তু 'তাই-পেয়ারা'? শপিংমলের দৌলতে বা অনলাইন অর্ডারে এই পেয়ারা খাওয়ার শখ মেটানো যায়। কিন্তু এই পেয়ারা যদি নিজের বাগানেই ফলানো সম্ভব হয়? অসম্ভব বলে কিছুই হয় না। এই আপ্তবাক্যেই নিজের বিশ্বাস বজায় রেখে নকশালবাড়ির অশোক দেব গত তিন বছর ধরে ভিন প্রজাতির এই পেয়ারা চাষ করে চলেছেন। তবে শুধু পেয়ারা চাষই নয়, এই কর্মসূচি যে বাণিজ্যিক দিক দিয়েও বেশ লাভবান হতে শুরু করেছে তা বছর ৬৫-র মানুষটি একবাক্যে মেনে নিয়েছেন।

লখনউ-৪৯, এলাহাবাদ, ললিত। পশ্চিমবঙ্গের পেয়ারা বলতে এই তিন প্রজাতি বোঝালেও অশোকবাবু অন্যরকম চিন্তাভাবনা করছিলেন। তাইল্যান্ড থেকে ঘুরে আসা আত্মীয়ের মুখে শোনা তাই-পেয়ারার চাষই তাই তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল। কিন্তু অন্য প্রজাতির তুলনায় বীজের পরিমাণ অনেকাংশেই কম থাকা নরম এই পেয়ারার চাষ নিয়ে খানিকটা সংশয় ছিল। চারাগাছ পাওয়াটাও দুষ্কর ছিল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি বিভাগের অন্তর্গত সেন্টার অফ ফ্লোরিকালচার অ্যান্ড এগ্রি-বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (কোফাম) তাঁর পাশে দাঁড়ানোয় সমস্যা মেটে। এরপরই ২০টি চারাগাছ দিয়ে অশোকবাবুর তাই-পেয়ারার চাষ শুরু হয়। ফলন ভালো করতে তিনি অবশ্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন শুরু করেন। অশোকবাবুর কথায়, 'ট্রাইগোডার-গা ভিরিডি নামক ব্যাকটেরিয়া মারার ওষুধ দিয়ে মাটি শোধন করার পর তাতে গোবর সারের পাশাপাশি অল্প করে নাইট্রোজেন, ফসসরাসের সঙ্গে জল দেওয়া হয়। এরপর সাত-আটদিন মাটি অল্প ভিজিয়ে রেখেছিলাম। পরে সন্ধ্যার সময় চারাগুলিকে মাটিতে বপন করি। মাটির নীচে যাতে কোনো হাওয়া না থাকে সেজন্য মাটি দাবিয়ে তাতে জল দিয়ে দিই।' এরপর বছর ঘুরতেই গাছগুলিতে ফলন শুরু হয়। তাই-পেয়ারার খবর আশপাশে ছড়িয়ে পড়তেই ফলগুলির চাহিদাও সমানতালে বাড়তে শুরু করে। ৪০ থেকে ৬০ টাকা পাইকারি কেজি দরে পেয়ারার বিক্রি শুরু হয়। তবে বর্ষার সময় পেয়ারার আয়তন ছোটো হয়ে যাওয়ায় অশোকবাবু সেই সময় ১৫ থেকে ২০ টাকা পাইকারি কেজি দরে পেয়ারা বিক্রি করেছেন। চারাগাছের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১০০-র গণ্ডি পেরিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে এই প্রজাতির পেয়ারার চাষ বিশেষ না হলেও আবহাওয়া এবং বাণিজ্য, দু-দিকেই তা বেশ উপযোগী বলে কোফামের অধিকর্তা অমরেন্দু পান্ডে মনে করেন। তিনি বলেন, 'তাইল্যান্ডের আবহাওয়া এবং আমাদের এখানকার আবহাওয়া অনেকটাই একরকম। এ কারণে এই প্রজাতির গাছটি আমাদের এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। সারাবছর ধরেই ফলন হওয়ায় বাণিজ্যিক দিক দিয়েও এটি বিশেষ চাহিদা লাভ করেছে।' তবে গাছটিগুলিতে 'ডেইবেক'-এর সংক্রমণ হতে পারে বলে অমরেন্দুবাবু আশঙ্কা করছেন। তিনি বলেন, 'গাছগুলিতে ডেইবেক-এর সংক্রমণ হতে পারে। এটি এমন এক সংক্রমণ যাতে বড়ো গাছ হঠাৎ করে শুকিয়ে শেষ হয়ে যায়। এজন্য গাছগুলির নীচের অংশের মাটিতে সার দেওয়ার পাশাপাশি নিমের খোল দিলে ভালো হয়।'

সংবর্ধনা

বাগডোগরা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট পাওয়া মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলমকে সংবর্ধিত করল বিধাননগর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বাপন দাসের নেতৃত্বে সংস্থার সদস্যরা মঙ্গলবার ওই স্কুলে গিয়ে সামসুল আলমকে স্মারক উপহার দেন। উল্লেখ্য, জার্মানির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে গত ৯ ফেব্রুয়ারি ব্যাংককে সামসুল আলম ও শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দূর্বা ব্রহ্মকে ডি লিট দেওয়া হয়।

রক্তদান শিবির

নকশালবাড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ নকশালবাড়ির মাড়োয়ারি অতিথি সদনে আয়োজিত সাতদিনব্যাপী শ্রীরামকথা জ্ঞানযজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সকালে রক্তদান শিবির ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয় শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৩৪ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। আয়োজকদের সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। বুধবার দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হবে ও বস্ত্র বিতরণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।—**সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

লকআপে প্রাথমিক শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যু দিনহাটায়

দিনহাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ থানার লকআপে প্রাথমিক স্কুলের এক শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দিনহাটায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সৌম্যদীপ চক্রবর্তী (২৮)। টিয়াদহ গোর্খার পাড় পঞ্চম পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৌম্যদীপবাবু দিনহাটা নিগমনগর বামনটারি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। মাকে নিয়ে তিনি অবশ্য গত কয়েক মাস ধরে দিনহাটা শহরের বোর্ডিংপাড়া এলাকায় ভাড়া থাকতেন। পুলিশের সঙ্গে ঝামেলার অভিযোগে সোমবার রাতে ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার সকালে লকআপে ওই ব্যক্তির কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় পুলিশ তাঁকে দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তিনি কীভাবে মারা গেলেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। কোচবিহার জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, মানবাধিকার কমিশনের নিয়ম মেনে তদন্ত করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত ১২টা নাগাদ দিনহাটা শহরের বউবাজার এলাকা থেকে সৌম্যদীপবাবুকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, তিনি কর্তব্যরত পুলিশকর্মীর সঙ্গে ঝামেলা করছিলেন। রাতে দিনহাটা শহরের লকআপে ঢোকানোর সময় ওই শিক্ষকের কাছ থেকে নেশার জন্য ব্যবহৃত ওষুধ উদ্ধার হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। লকআপে ঢোকানোর পর ওই শিক্ষক সেখানে সারা রাত ঘুমোন। মঙ্গলবার সকালে তাঁর কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় পুলিশ তাঁকে দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পাওয়ার পর ওই শিক্ষকের মা, আত্মীয়-পরিজনরা তড়িঘড়ি হাসপাতালে উপস্থিত হন। সৌম্যদীপবাবুর মৃত্যুর খবরে তাঁর মা শেফালিদেবী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দিনহাটা হাসপাতালেই ভরতি করা হয়।

মৃতের মামা রতন সরখেল বলেন, 'বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সৌম্যদীপের সঙ্গে সোমবার রাতেও আমার কথাবার্তা হয়। এরপর আজ সকালে ওর মৃত্যুর খবর পেলাম। কীভাবে কী হল বুঝে উঠতে পারছি না।' শিক্ষকের মৃত্যুর খবর পেয়ে কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এল দিব্যা, দিনহাটার এসডিপিও কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালে পৌঁছান। ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত করে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। বিধায়ক তথা দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান উদয়ন গুহও এদিন হাসপাতালে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, 'শিক্ষকের মৃত্যুর ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল তা ময়নাতদন্ত করলেই স্পষ্ট হবে।' এদিকে, এই মৃত্যুর ঘটনায় প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে রীতিমতো ক্ষোভ ছড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দিনহাটা নিবিড় মণ্ডলের সভাপতি ধর্মেন্দ্র সিংহ বলেন, 'লকআপে শিক্ষকের মৃত্যুর ঘটনার আমরা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করছি।'

কীভাবে ওই শিক্ষক মারা গেলেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। ওই শিক্ষকের কপালে থাকা আঘাতের চিহ্ন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ সূত্রে অবশ্য জানা গিয়েছে, গত ১১ ফেব্রুয়ারি নিগমনগরে স্কুল শিক্ষকদের একটি সম্মেলন শেষে মারামারির ঘটনায় ওই শিক্ষক আহত হয়েছিলেন। এর আগেও একাধিকবার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বিশৃঙ্খলা করার অভিযোগে তাঁকে আটক করা হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রেমিকের পরিবারের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ

সিতাই, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রথমে প্রেম, তারপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্রমাগত সহবাস। বিয়ের জন্য জোর করলে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার প্রচেষ্টা। এসমস্ত ঘটনার ভিত্তিতে সোমবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন প্রেমিকা। ঘটনাটি ঘটেছে সিতাই থানার অন্তর্গত চামটা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বরথর গ্রামে। আর থানায় এই অভিযোগ দায়ের করায় মঙ্গলবার প্রেমিকের পরিবারের লোকরা প্রেমিকার পরিবারের উপর আক্রমণ চালান বলে অভিযোগ। বর্তমানে প্রেমিকার পরিবারের দুইজন কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে ভরতি রয়েছেন। অবশ্য প্রেমিকের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

অভিযোগকারী যুবতি টেলিফোনে জানান, প্রতিবেশী জনৈক যুবকের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভিযুক্ত যুবক তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব দিলে ওই যুবক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা বেঁকে বসেন। গ্রাম্য সালিশিতে পক্ষপাতিত্ব করে যুবককে রেহাই দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকি তাঁকে বিষ খাইয়ে মারার চক্রান্ত করা হয়েছিল বলেও মেয়েটি জানান। এদিকে গত সোমবার যুবকের অন্যত্র বিয়ে স্থির হওয়ায় বাধ্য হয়ে সিতাই থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন ওই যুবতি। সূত্রের খবর, সোমবার রাতে ওই যুবকের অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্ত যুবক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা ওই যুবতি এবং তাঁর পরিবারের উপর আক্রমণ চালান বলে অভিযোগ। কিন্তু এই অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে যুবকের পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। অভিযুক্ত যুবকের বাবা (খলিল মিয়াঁ) বলেন, 'উভয় পরিবারের মধ্যে বিবাদ দীর্ঘদিনের। সেই বিবাদের জেরে চক্রান্ত করে আমার ছেলে এবং পরিবারের সদস্যদের ফাঁসানো হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ওই যুবতি এবং তাঁর পরিবারের লোকরাই আচমকা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়।' এবিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপনকুমার দাস বলেন, গ্রাম্য সালিশির দ্বারা দুই পরিবারের ঝগড়া মেটানোর চেষ্টা করেও ফল মেলেনি। বিষয়টি সম্পর্কে সিতাই থানার আইসি কার্তিক ভট্টাচার্য বলেন, যুবতির অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

টাস্ক ফোর্স

প্রথম পাতার পর

কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট জেলার এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং তদন্তের বিষয়ে যাবতীয় তথ্য প্রতি এক মাস অন্তর ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের সচিবের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের হাতে এই নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে। এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রলয় আচার্য বলেন, 'আমাদের কাছে নির্দেশিকা আসার পরই আমরা কমিটি তৈরি করেছি। অভিযান চলছে।' জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জগন্নাথ সরকার বলেন, 'আমরা এই ধরনের কোনো নির্দেশিকা এখনও হাতে পাইনি। পেলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

উত্তরবঙ্গের চা বাগানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর র‍্যাশন দোকান চালু

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশের মধ্যে প্রথম উত্তরবঙ্গের চা বাগানে স্বনির্ভর গোষ্ঠী পরিচালিত র‍্যাশন দোকান চালু হল। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে প্রশাসনিক কর্তাদের উপস্থিতিতে জেলাশাসকের কনফারেন্স রুমে একটি বৈঠকের পর করলাভ্যালি চা বাগানে গিয়ে এই প্রকল্পটির উদ্‌বোধন করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এর ফলে বাগান বন্ধ হলেও র‍্যাশন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন না বাগান শ্রমিক এবং তাঁর পরিবার। এদিকে, এপ্রিল মাসের প্রথম দিন থেকে পাহাড়েও গমের পরিবর্তে আটা দেওয়া হবে বলে জানান খাদ্যমন্ত্রী। র‍্যাশনে দুর্নীতি রুখতে পাহাড়ের জন্য সাতজন ইনস্পেকটর নিয়োগের সিদ্ধান্তও নিয়েছে খাদ্য দপ্তর। এনিয়ে এদিন উত্তরকন্যায় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি বৈঠকও হয়।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের করলাভ্যালি চা বাগানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বাগিচা শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারের জন্য র‍্যাশন ব্যবস্থা চালু হল। এতদিন বাগান ম্যানেজারের নামেই চা বাগিচাগুলিতে ডিলারশিপ দেওয়া থাকত। নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ায় বাগান কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিকরা আর খাদ্য সংকটে পড়বেন না বলে দাবি করেছেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। প্রাথমিকভাবে ১২৬টি চা বাগানকে এই ব্যবস্থা কার্যকরের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলায় রয়েছে ৮৭টি চা বাগান। যার মধ্যে ৫০টিতে র‍্যাশন দোকান তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় এসে মুখ্যমন্ত্রী বাকি র‍্যাশন দোকানগুলির উদ্‌বোধন করবেন বলে জানান খাদ্যমন্ত্রী। এদিন করলাভ্যালিতে ড্রাগন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা শর্মিলা কুজুরের হাতে র‍্যাশন দোকানের চাবি তুলে দেন জ্যোতিপ্রিয়বাবু। শর্মিলাদেবী জানান, ১০ জন মিলে র‍্যাশন দোকানটি তাঁরা পরিচালনা করবেন। এমন দায়িত্ব পাওয়ায় আর্থিকভাবে কিছুটা স্বনির্ভর হতে পারবেন তাঁরা। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'দক্ষিণ ভারতের পাশাপাশি অসমেও একাধিক চা বাগান রয়েছে। কিন্তু দেশের কোথাও মহিলাদের দিয়ে র‍্যাশন দোকান পরিচালনার ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে রাজ্যই পথ দেখাল।' এদিনের অনুষ্ঠানে জেলাশাসক রচনা ভগত, জেলাপরিষদের সভাধিপতি নূরজাহান বেগম সহ খাদ্য দপ্তর এবং জেলার প্রশাসনিক কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, রাজ্যের বাকি অংশের সঙ্গে পাহাড়েও গমের পরিবর্তে র‍্যাশনে আটা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের খাদ্য দপ্তর। এদিন পাহাড়ের র‍্যাশন ব্যবস্থা নিয়ে উত্তরকন্যায় পর্যালোচনা বৈঠক শেষে খাদ্যমন্ত্রী জানান, ১ এপ্রিল থেকে এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। নিম্নমানের আটা যাতে সরবরাহ না হয় তার জন্য প্রত্যেক মাসের জন্য প্যাকেটের রং আলাদা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাহাড়ে প্লাস্টিক প্যাকেট নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না বলে জেলাশাসক তাঁকে জানিয়েছেন, জানান খাদ্যমন্ত্রী। ৩১ মার্চের মধ্যে পাহাড়ের সব মানুষের হাতে ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড দিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে বলেও তিনি জানান। ডিস্ট্রিবিউটরের কাছ থেকে ডিলারের কাছে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছাবার পর তা নিম্নমানের হয়ে যায় বলে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ। এই সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে খাদ্যমন্ত্রী জানান, এই অভিযোগ যাতে নতুন করে না ওঠে তার জন্য ৯ জন ইনস্পেকটরকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে দার্জিলিং জেলায়। যার মধ্যে সাতজন থাকবেন পাহাড়ে। খাদ্যসামগ্রীর মান পরীক্ষার জন্য শিলিগুড়িতে জুলাই মাসে নতুন ল্যাবরেটরি চালু হয়ে যাবে বলে খাদ্যমন্ত্রী জানান। কেন্দ্রের অনুরোধে কেরল, তামিলনাড়ু এবং ঝাড়খণ্ডে চাল সরবরাহের সিদ্ধান্তও নিয়েছে রাজ্যের খাদ্য দপ্তর।

করলাভ্যালি চা বাগানে র‍্যাশন দোকানের উদ্‌বোধনে খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ছবি ঃ সমীর

কংগ্রেসকে ছাড়াই বিজেপিকে হারাতে চায় সিপিএম

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির প্রস্তাব ভোটাভুটিতে খারিজ হয়ে গিয়েছিল আগেই। এবার দলের আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের আগে যে খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব প্রকাশ্যে আনা হয়েছে, তাতে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিজেপিকে হারানোর কথা বলা হয়েছে। তবে, কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনি আঁতাতে না গেলেও অন্য ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক দলগুলির সঙ্গে জোট গড়তে আপত্তি নেই সিপিএমের। মঙ্গলবার প্রকাশিত খসড়া প্রস্তাবে সিপিএম বলেছে, হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কোণঠাসা করতে এবং জনবিরোধী আর্থিক নীতিগুলি বাতিল করার জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে হারানো জরুরি। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি ও তাদের শরিক দলগুলির বিরুদ্ধে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে হাত মেলানো জরুরি। তবে, কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএম কোনোরকম নির্বাচনি জোট বা বোঝাপড়া করবে না। বাম এবং গণতান্ত্রিক মঞ্চ গড়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচিরও প্রয়োজনের কথা খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক জোট গঠন করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে একাধিকবার তর্কে জড়িয়েছেন সিপিএমের নেতারা। সীতারাম ইয়েচুরি সহ পশ্চিমবঙ্গের জোটপন্থী নেতারা মনে করেন, বিজেপিকে হারাতে গেলে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করা দরকার। কিন্তু দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত ও তাঁর অনুগামীরা মনে করেন, কংগ্রেস এবং বিজেপির আর্থিক নীতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সম্প্রতি লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না করলে মাশুল গুনতে হবে সিপিএমকে। কারাতকে আক্রমণ করে তিনি এও বলেছেন, কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রকাশ কারাতের জয়ের অর্থ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জয়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, কেরলে যেহেতু কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল, তাই জাতীয় স্তরে তাদের সঙ্গে জোট করতে আপত্তি রয়েছে সিপিএমের। জোটপন্থী সিপিএম নেতারা অবশ্য মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপি এবং আরএসএসই সবথেকে বড়ো বিপদ। তার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে কংগ্রেসকে পাশে নেওয়া জরুরি। ১৮ এপ্রিল থেকে হায়দরাবাদে সিপিএমের ২২তম পার্টি কংগ্রেস শুরু হবে।

সহৃদয় সাহায্যকারীর অপেক্ষায় পথ চেয়ে বিপ্লব

দেওয়ানহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার লক্ষ্যে স্কুলের বাকি সহপাঠীরা আসন্ন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে মগ্ন। সে সময় কঠিন অসুখ সারিয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ভাবনায় আকুল উনিশের বিপ্লব সরকার। কিন্তু ভাবনা আর বাস্তবায়নের মধ্যে যে কয়েক যোজন দূরত্ব তা এই বয়সেই হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে সে। বেঙ্গালুরুর চিকিৎসকরা বলে দিয়েছেন, তড়িঘড়ি বিপ্লবের মাথার বাঁদিকের অংশের টিউমারের অপারেশন প্রয়োজন। কিন্তু নিতান্ত দিন এনে দিন খাওয়া কৃষি শ্রমিকের সংসারে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে অপারেশন ও চিকিৎসা অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। তাই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বিপ্লব বিষণ্ণ মনে প্রার্থনা করছে যদি কোনো মিরাক্যাল ঘটে, এগিয়ে আসে সহৃদয় ব্যক্তি বা সংস্থা। তবেই যে মনের অন্ধকার ঠেলে রোদ্দুর হতে পারে।

কোচবিহার-১ ব্লকের জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোয়ামারি গ্রামের বাসিন্দা বিপ্লব। স্থানীয় মোয়ামারি তত্ত্বনাথ বিদ্যাপীঠ থেকে এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার কথা তাঁর। বিপ্লবের বাবা দেবু সরকার সামান্য কৃষি শ্রমিক। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যেটুকু উপার্জন হয়, তাতেই একমাত্র ছেলে ও স্ত্রী পুষ্প সরকারকে নিয়ে টেনেটুনে চলে সংসার। তার মধ্যেও বিপ্লবের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সবটাতেই বাদ সেঁধেছে একমাত্র ছেলের কঠিন অসুখ। ছেলের নানাবিধ শারীরিক সমস্যা সারানোর জন্য এ বছরের গোড়াতে চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরু গেলে, চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেছেন, বিপ্লবের মাথায় টিউমার অপারেশনের জন্য প্রয়োজন পাঁচ লক্ষ টাকা। তিন মাসের মধ্যে অপারেশন করানোর কথা বললেও তার পর প্রায় দু-মাস পেরিয়ে যাবার পরও অপারেশন খরচ জোগাড় করতে পারেননি। বাড়ি ভিটে বাদ দিয়ে শেষ সম্বল দশ কাঠা জমি বিক্রি করে সংগ্রহ হয়েছে মাত্র ৫০ হাজার টাকা। কীভাবে টাকা জোগাড় হবে আর কীভাবেই বা ছেলের চিকিৎসা হবে তা ভেবে নাওয়া-খাওয়ার পাঠ চুকেছে তাঁদের।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আট বছর বয়স থেকেই বিপ্লবের বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। মাথায় যন্ত্রণা, ঘন ঘন জ্বর, খিঁচুনি, চোখ লাল হবার পাশাপাশি অজ্ঞান হয়ে যেত সে। স্থানীয়ভাবে কোচবিহার ও শিলিগুড়িতে একাধিকবার চিকিৎসা করালেও স্থায়ী সমাধান হয়নি। বয়স বাড়ার সঙ্গে শারীরিক সমস্যাও বাড়তে থাকে। এমনকি দুই থেকে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে থাকে বিপ্লব। শেষ পর্যন্ত এ বছরের গোড়াতে বেঙ্গালুরু নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা টিউমার অপারেশনের কথা বলেন। মার্চ মাসের মধ্যেই অপারেশন করা প্রয়োজন বলেও জানান চিকিৎসকরা।

বেঙ্গালুরুতে করা বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে যোগাযোগ করা হয় কোচবিহার জেলার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ উজ্জ্বল আচার্যের সঙ্গে। সমস্ত রিপোর্ট দেখে তিনি বলেন, বিপ্লবের মাথার বাঁদিকের অংশে টিউমার রয়েছে। শারীরিক সমস্যা ক্রমেই বেড়ে চলায় অপারেশন প্রয়োজন। অপারেশনের পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে সে। বেসরকারিভাবে অপারেশন যে যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ সেকথাও বলেন তিনি।

স্থানীয় মোয়ামারি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক রতন দে বলেন, দুস্থ ওই পরিবারের পক্ষে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলে বিপ্লবের চিকিৎসা সম্ভব বলে জানান তিনি।

রাস্তার কাজ শুরু হল

করণদিঘি ও ডালখোলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ গোটা রাজ্যের পাশাপাশি করণদিঘি এবং ডালখোলাতেও একাধিক রাস্তার উদ্‌বোধন এবং কাজের সূচনা করা হল মঙ্গলবার। করণদিঘির বিধায়ক মনোদেব সিংহ জানান, নদিয়া থেকে মুখ্যমন্ত্রী নবনির্মিত সড়কগুলির উদ্‌বোধন করেছেন। তারই অঙ্গ হিসাবে করণদিঘিতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ ওই রাস্তার উদ্‌বোধন করা হয় এদিন। এদিকে, গোয়ালপোখর-২ ব্লকে ২৩টি রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। চাকুলিয়ার কাহাটে মোড়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এদিন।

অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

ডালখোলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার হাটোয়ার স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। ডালখোলা জিআরপিএফ সূত্রে খবর, সোমবার গভীর রাতে হাটোয়ার স্টেশনের কাছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। যদিও মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের পর তা পরিষ্কারভাবে জানা যাবে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।